শ্রমিক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এপ্রিল -মে ২০১৭ ● তৃতীয় বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা

বিশেষ আলোকপাত:
'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭'

খবর প্রথম পাতায়

খবর প্রথম পাতায়

খবর দুয়ের পাতায়

খবর চারের পাতায়

খবর চারের পাতায়

হলদিয়া ও শিলিগুড়িতে ১০০ শয্যার নতুন ESI হাসপাতাল
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্শিয়াংয়ের মঞ্চ থেকে রাজ্যের জন্য ৩৪টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বছরের গোড়াতেই রাজ্যের বীমাভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য সুখবর রয়েছে। হলদিয়া ও শিলিগুড়িতে ১০০ শয্যার নতুন ESI হাসপাতাল নির্মাণ করার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২২শে জানুয়ারী, ২০১৬ কার্শিয়াংয়ের গোখেল হাইস্কুল মাঠে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ উৎসব এবং হিমাল-তরাই-ডুয়ার্স ক্রীড়া উৎসবের সূচনা করেন। এই মঞ্চ থেকেই তিনি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের ৩৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই ঘোষিত প্রকল্পগুলির অন্যতম হল হলদিয়া ও শিলিগুড়িতে নতুন ESI হাসপাতাল। নিকট ভবিষ্যতে এই নতুন দু'টি হাসপাতাল চালু হলে হলদিয়া ও শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বহু শ্রমিক পরিবার খুবই উপকৃত হবেন।

নোট বাতিলের জেরে কাজ হারিয়ে ঘরে ফেরা শ্রমিক
সহায়তার হাত বাড়ালো রাজ্য সরকার

গত ৮ই নভেম্বর, ২০১৬ ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমুদ্রাকরণের নীতি ঘোষণার পর ওই নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে প্রথম প্রতিবাদের মুখ হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ আন্দোলনকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশের সকল প্রান্তে। নোবেল জয়ী অধ্যাপক শ্রী অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছিলেন যে নোট বাতিল ভুল সিদ্ধান্ত কি না, তা নিয়ে আলোচনার কোনও জায়গা নেই। বরং এটি কত বড় ভুল, তা নিয়ে শুধু কথা হতে পারে। এই ভুলেরই মাশুল গুণে যেতে হচ্ছে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে।

সারা দেশের মধ্যে কেবলমাত্র এই রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া নোটবন্দির জন্য ভিন রাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরতে বাধ্য হওয়া শ্রমিকদের জন্য এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে 'সমর্থন' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। মূলতঃ অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই শ্রমিকগণ যাতে বিকল্প কোনো উদ্যোগ বা স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, সেজন্য তাঁদেরকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে বীরভূম, বর্ধমান, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রচুর মানুষ সোনা, জরি, বয়ন শিল্প, নির্মাণ ক্ষেত্র এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত আছেন। তাঁরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রথম পর্যায়ে এই দশটি জেলার জন্য প্রকল্পটি কার্যকর হবে। অন্যান্য জেলাগুলির ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে জেলা শাসকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শ্রম দফতর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নোটবন্দির ফলে ভিন রাজ্য থেকে কাজ হারানো শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং প্রশাসন তা বিশদ ভাবে খতিয়ে দেখছে। কাজ হারানোর প্রামাণ্য তথ্য সহ আবেদনপত্র এখনো গ্রহণ করা হচ্ছে। আবেদনকারীরা সত্যিই কাজ হারিয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই আবেদন পত্র মঞ্জুর করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শ্রম দফতর ১৩,০০০ জনকে অনুদান অর্থ প্রদান করেছে এবং এই বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় চৌষট্টি কোটি টাকা। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আন্দাজ করছেন যে কিছুদিনের মধ্যেই অনুদান প্রাপকদের সংখ্যা ৫০,০০০ পেরিয়ে যাবে।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭
একটিমাত্র প্রকল্পের মাধ্যমে সকল অসংগঠিত শ্রমিকদের অভিন্ন সুবিধা

রাজ্য শ্রম দফতর ১লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা নামে একটি একীকৃত এবং অভিন্ন প্রকল্পের ২০১৭, সূত্রপাত করেছে। এই প্রকল্পের রূপরেখা বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (নং- লেবার-২৫৭/এল সি-এল ডব্লিউ, তারিখ ৩.৪.২০১৭) কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে রাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকগণের সন্তানদের জন্য শিক্ষা অনুদান, রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা সহায়তা, শ্রম ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো ও শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা এবং জীবন সায়াহ্নে শ্রমিকদের শারীরিক অক্ষমতা বা কর্মক্ষম না থাকার কারণে সৃষ্টি হওয়া নানাবিধ অনিশ্চয়তা কিছু পরিমাণে লাঘব করার জন্য তাঁদের নির্ধারিত মাত্রায় যুক্তিনিষ্ঠ পুনর্বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন করে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭' নামে এই নতুন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হয়েছেঃ

ক) অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW)

খ) পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প (WBUSWHSS)

গ) পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প (WBBWWS)

ঘ) পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (WBTWSSS)

ঙ) নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (BOCWA)

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রদেয় সহায়তার মোট সংখ্যা, আর্থিক পরিমাণ এবং সুবিধাপ্রাপক শ্রমিকদের বাঞ্ছনীয়

আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রূপায়ণ করেছে।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, কলকাতায় 'শ্রমিক মেলার' শুভ উদ্বোধন পর্বে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে শ্রমিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি আরও সহজ সরল করে তাঁদের অভিন্ন সুবিধা প্রদান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রচলিত সকল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করে একটিমাত্র প্রকল্পের মাধ্যমে সহজেই যাতে রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকগণ সামাজিক সুরক্ষা বৃত্তের অন্তর্গত হতে পারেন সেজন্য তিনি শ্রম দফতরকে ভাবনা চিন্তা করতে বলেছিলেন।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের নির্দেশে শ্রম দফতর সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছে। নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের যোগ্যতামানের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য বা সমতার অভাব রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি প্রকল্প দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাগুলি পর্যালোচনা করেই 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭' দ্বারা প্রদেয় সুবিধা সমূহের মান নির্ধারিত হয়েছে, যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচলিত বিভিন্ন প্রকল্প প্রদত্ত সর্বোচ্চ সহায়তা অঙ্কের অনুরূপ। এই নতুন প্রকল্পে সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার কোনও সংকোচন ঘটেনি। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে এই অভিন্ন প্রকল্প সম্পূর্ণ মাত্রায় চালু হলে সহায়তা প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবশ্যই বেশী উপকৃত হবেন। ১.৪.২০১৭ তারিখ হতে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭' বলবৎ হওয়ার পর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপরোক্ত পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং শেষ দুটি প্রকল্পের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়
সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭

রাজ্যের সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুসংহত ও অভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রম দফতর আরম্ভ করল 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসের শুরুতে বলেছিলেন যে 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলা সলতে পাকানো'।

২০১৫ সালে কলকাতার 'শ্রমিক মেলা' উদ্বোধন করে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে 'সামাজিক বন্ধু' হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেন। তাঁদের জন্যেই সমাজ চলে, জগৎ চলে, আমরা চলি। তাঁদের অভাবে সমাজ সংসার অথর্ব হয়ে পড়বে। তাঁরা ভাল থাকলেও আমরাও ভাল থাকব। আরও সুচারু ভাবে তাঁদেরকে সামাজিত সুরক্ষা প্রদান করার জন্য শ্রম দফতরকে তিনি সুসংহত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরকে একই পরিমাণ সুবিধা প্রদান করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও নেতৃত্বে শ্রম দফতর যত্ন সহকারে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের পুনর্বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন করে ১.৪.২০১৭ থেকে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭' কার্যকর করেছে। এক বিশেষ ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে দ্রুত এবং নৈপুণ্যের সাথে এই সুরক্ষা যোজনা পরিচালিত হবে।

এই অনন্য প্রকল্প আগামীদিনে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষদের অধিকারকে যথাযথ মর্যাদা দিতে, তাদের বঞ্চনা ও দারিদ্র ঘেরা জীবনের গতিপথকে সমাজের মূল ধারায় সংযুক্ত করতে আরও বেশী করে সাহায্য করবে।

শ্রম আইন নির্দেশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা
দ্রুততা ও স্বচ্ছতার জন্য শুধুমাত্র অনলাইনে

বর্তমান সরকার সমগ্র রাজ্যে এক বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ রচনার কাজে ও নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যথেষ্ট মনোযোগী রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে বাণিজ্য সংস্কার কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৭ (Business Reforms Action Plan, 2017) দ্বারা নির্দেশিত সুপারিশগুলির রূপায়ণে শ্রম দফতর একাধিক ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান শুরু করেছে। বিভিন্ন শ্রম আইন অনুসারে নিবন্ধীকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং নবীকরণ সংক্রান্ত পরিষেবা দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সম্পাদন করার জন্য শ্রম দপ্তর দায়বদ্ধ রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতিক্রমে শ্রম দফতর কলকাতা গেজেটে বিশেষ বিজ্ঞপ্তির (নং লেবার/৭২/আই টি ও ই ও ডি বি, তারিখ ১৬.৫.২০১৭) মাধ্যমে সকলকে অবগত করেছে যে ৩০শে মে, ২০১৭ থেকে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি কেবলমাত্র অনলাইনের মাধ্যমেই প্রদান করা হবেঃ

- ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে ঠিকাদারদের নতুন লাইসেন্স প্রদান।
- পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা আইন, ১৯৬৩ এবং সংযুক্ত বিধিসমূহ অনুসারে নতুন নিবন্ধীকরণ।
- ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০ এবং সংযুক্ত বিধিসমূহ অনুসারে মুখ্য নিয়োগকর্তা হিসাবে নিবন্ধীকরণ এবং পরবর্তীকালের সংশোধন।
- ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের (কর্মক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়োগের শর্ত) আইন, ১৯৯৬ এবং বিধিসমূহ অনুসারে নতুন নিবন্ধীকরণ।
- ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে ঠিকাদারদের লাইসেন্সের নবীকরণ।
- কারখানা আইন, ১৯৪৮ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে নতুন নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স প্রদান।
- কারখানা আইন, ১৯৪৮ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে লাইসেন্স নবীকরণ।
- ভারতীয় বয়লার আইন, ১৯২৩ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে বয়লার এবং ইকনমাইসারের নতুন নিবন্ধীকরণ।
- ভারতীয় বয়লার আইন, ১৯২৩ এবং সংযুক্ত বিধি সমূহ অনুসারে নিবন্ধিত বয়লার এবং ইকনমাইসারের নবীকরণ।

পশ্চিম বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রাম
নতুন দুই জেলাতেই শ্রম দফতরের নবগঠিত কার্যালয়

আরও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৮০/এ আর/ও/২ আর-৩/১২, তারিখ ২৪.৩.২০১৭ এবং ৭৯/এ আর/ও/২ আর-১/১১, তারিখ ২০.৩.২০১৭) মাধ্যমে বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করে পশ্চিম বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রাম নামে দুটি নতুন জেলা সৃষ্টি করেছে। যথাযথ ভাবে শ্রম দফতরের কর্মসূচি রূপায়ণের স্বার্থে এই দুই নতুন জেলায় শ্রম পরিদর্শকের কার্যালয় সৃষ্টি করার যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

অর্থ দপ্তর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়েছেন এবং গত ২৩.৩.২০১৭ তারিখে মন্ত্রীসভার বৈঠকে শ্রম দফতরের এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। সেই মতো মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় পশ্চিম বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রাম প্রশাসনিক জেলার সীমানার মধ্যে কার্যকরী হওয়ার জন্য নতুন দুইটি শ্রম কার্যালয় গঠন এবং এই দুই শ্রম কার্যালয়ের প্রত্যেকটিতে একজন শ্রম পরিদর্শক, একজন নিম্ন বর্গীয় করণিক এবং একজন গ্রুপ-ডি পদে কর্মী নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত করতে হবে। শ্রম দফতর বিজ্ঞপ্তির (নং লেবার/৬২৬/এস্টাব, তারিখ ২১.০৪.২০১৭) মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করেছে।

ব্যতিক্রমী সচেতনতা শিবির
এবার নজরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক

শিবিরে উপস্থিত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রী জাকির হোসেন মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ মহম্মদ রিজওয়ান, রানাঘাট উত্তর পূর্বের বিধায়ক মাননীয় শ্রী সমীর পোদ্দার, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী বাণী কুমার রায় এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবস্থানরত শ্রমিকদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে শ্রম দপ্তর সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ করে চলেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত শ্রমিকদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করতে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি নানা ব্যতিক্রমী প্রয়াসও গ্রহণ করা হচ্ছে।

এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস সমূহের সাম্প্রতিক উদাহরণ হল নদিয়ার রানাঘাটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা। উল্লেখ্য যে ২০১৪ সালের জুন মাসে এই শিবির প্রথম আয়োজিত হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বহু অসংগঠিত শ্রমিক এই অঞ্চলে বসবাস করেন। অতীতে নদিয়ার হাঁসখালি ব্লকে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শ্রমিকদের জন্যও বিশেষ শিবির পরিচালিত হয়েছে।

গত ১৮.২.২০১৭ তারিখে নদিয়া জেলার রানাঘাটে এ যাবৎ অ-নথিভুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের জন্য ধানতলা হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত এক বিশেষ শিবিরের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রী জাকির হোসেন মহাশয়। তিনি বলেন যে এই ধরনের নথিভুক্তকরণ এবং সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ পিছিয়ে থাকা মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে অত্যন্ত সহায়ক হবে। তিনি আরও জানান যে আগামীদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা অ-নথিভুক্ত ও প্রান্তিক শ্রমিকদের নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ শিবির পরিচালিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার মহাশয়, রানাঘাট উত্তর পূর্বের বিধায়ক মাননীয় শ্রী সমীর পোদ্দার এবং নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী বাণী কুমার রায় মহাশয়। শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকবৃন্দ ও সম্মানীয় ব্যক্তিগণ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। রাণাঘাটের অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী বিতান দে জানালেন যে এই শিবিরের মাধ্যমে ১৪৭৭ জন নথিভুক্ত শ্রমিককে সহায়তা অর্থ বাবদ ১,০৯,৮২,৯৬৩ টাকা প্রদান করার সংস্থান করা হয়েছে।

মানিকতলা ESI হাসপাতালের মানবিকতা
এগারো মাসের শিশুর লিভার প্রতিস্থাপন

মানিকতলা হাসপাতালের অধীক্ষক ডাঃ ময়ূখ রায় একটি শিশুর নবজন্মের কাহিনী শোনালেন যা খুবই আশাব্যাঞ্জক এবং মানিকতলা ESI হাসপাতালের পক্ষে অত্যন্ত গর্বের। এক শ্রমিক পরিবারে শ্রীমান অত্রিন ধারার জন্ম হয়েছিল ১৭.৩.২০১৫ তারিখে। জন্ম থেকেই সে জটিল লিভারের রোগে আক্রান্ত। অসুখটির নাম 'জন্মগত বিলিয়ারী অ্যাট্রেসিয়ার কারণে জন্ডিস'। প্রথমে গত ১.৭.২০১৫ তারিখে কলকাতার এক হাসপাতালে 'কাসাই অপারেশন' করে শিশুটির জন্ডিস কমানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল মেলায় পরবর্তী পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে কেরালার ত্রিবান্দ্রামে KIMS হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই হাসপাতালে গত ১০.২.২০১৬ তারিখে ডাঃ বি বেণুগোপালের নেতৃত্বে শিশুটির লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়। লিভার দান করেছিলেন শিশু অত্রিনের মা। এই জটিল অস্ত্রোপচারের পর আবারও শিশুটির দুটি 'ক্যাডাভেরিক আরটেরিয়াল গ্রাফ্ট' অপারেশান করা হয় ১৫.২.২০১৬ এবং ২৩.২.২০১৬ তারিখে। অসুস্থতার প্রথম থেকেই শিশুটিকে সারিয়ে তোলার সকল দায়িত্ব নিয়েছিলো মানিকতলা ESI হাসপাতাল। উপ-অধীক্ষক ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য আনন্দের সাথে জানালেন যে ছোট্ট অত্রিন এখন সুস্থ এবং তার শরীরের ওজন স্বাভাবিক হয়েছে।

সেরে ওঠার পর এখন শ্রীমান অত্রিন ধারা।

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭
এক নজরে

১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি সহ কোনও মজুরি প্রাপক, যিনি পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ আইন, ২০০৭'র সংযুক্ত তালিকা বা তফসিলের (সংশোধিত) বিভাগ 'ক' (৪৬টি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্প) ও বিভাগ 'খ' (১৫টি স্বনিযুক্তির পেশা) এর মধ্যে লিপিবদ্ধ অসংগঠিত ক্ষেত্র সমূহে কার্যরত আছেন এবং নির্মাণ ও পরিবহণ ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিকগণ সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭ প্রকল্পে আওতাভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে সকল শ্রমিক ইতিমধ্যে পূর্বেকার অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW), পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের কল্যাণ প্রকল্প (WBB& OCWS) বা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (WBTWSSS) অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭'র আওতাভুক্ত হবেন।

নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিবহণ ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সেই সকল অসংগঠিত শ্রমিক যাঁরা ইতিমধ্যেই নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (WBB&OCWS) অথবা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে (WBTWSSS) নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা স্ব-স্ব প্রকল্পে যুক্ত থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বর্তমানে এই সুবিধার পরিমাণ সংশোধিত WBB&OCWS প্রকল্প ও সংশোধিত WBTWSSS প্রকল্পের পরিবর্তিত সংস্থান অনুসারে নির্দ্ধারিত হবে।

যোগ্যতা ঃ আবেদনকারী পুরুষ বা মহিলা শ্রমিককে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী এবং বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মোট মাসিক পারিবারিক আয় ৬,৫০০/- টাকার বেশী হবে না। নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য মাসিক পারিবারিক আয়ের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

আবেদন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে আগ্রহী কোনও অসংগঠিত শ্রমিক উল্লেখিত যোগ্যতামানের নিরিখে উপযুক্ত হলে তিনি এই প্রকল্পের উপস্থভোগী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম-১ (Form-I) পূরণ করে এক কপি প্রতিলিপি সহ আবেদনপত্রটি প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (Registering Authority বা R A) কাছে জমা দেবেন। আবেদন পত্রের (ফর্ম-১) সাথে আবেদনকারীর ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের প্রথম পাতা, ভোটার কার্ড (EPIC) অথবা আধার কার্ডের (যদি বন্টিত হয়ে থাকে) ফোটো-কপি এবং দুই কপি সাম্প্রতিক রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে, যার মধ্যে একটি ছবি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হবে।

প্রকল্পে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কাজ ব্লক, পৌরসভা, পৌরনিগমের কার্যালয়ে এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ শিবির পরিচালনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (Registering Authority) প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ আবেদনপত্র জমা নেবেন এবং আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য যদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় সন্তোষজনক হয়, সেক্ষেত্রে তিনি আবেদনকারী শ্রমিককে এই প্রকল্পে নিবন্ধিত করার জন্য প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পন্ন করবেন এবং শ্রমিককে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' প্রদান করবেন। যদি এই স্বত্বভোগী শ্রমিক ভবিষ্য-নিধি'র সুবিধা গ্রহণ করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁকে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের একজন স্বত্বভোগী শ্রমিক রূপে অন্তর্ভুক্ত করে ফর্ম-২ এর মাধ্যমে পরিচয়পত্র তথা পাসবই প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের সুবিধাসমূহ

❖ ভবিষ্য-নিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) ❖

এই প্রকল্পটি এক প্রকার আর্থিক নিরাপত্তা তহবিল যেখানে অসংগঠিত শ্রমিকগণ তাঁদের রোজগার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিলে নিয়মিত জমা দেবেন এবং অনুরূপ ভাবে সরকারও সমমাত্রার অনুদান অর্থ এবং বাৎসরিক সুদ প্রদান করবেন। ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে যখন সাধারণতঃ কোনো শ্রমিক আর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হন না তখন তাঁকে এই তহবিলে তাঁর সকল সঞ্চিত অর্থ সুদ সহ প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ২০০১ সালে ভবিষ্য-নিধি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন যা বর্ধিত কলেবরে বর্তমান যোজনায় নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রসারিত করা হয়েছে। প্রত্যেক যোগতাসম্পন্ন শ্রমিক মাসিক ২৫/- টাকা হারে তহবিলে অর্থ প্রদান করবেন। প্রতি আর্থিক বছরে একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা তহবিলে জমা করতে পারবেন। অনুরূপ ভাবে রাজ্য সরকারও মাসিক ৩০/- টাকা হারে অনুদান অর্থ এবং বাৎসরিক সুদ শ্রমিকের তহবিলে জমা করবেন। শ্রমিকের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে বা তিনি তাঁর প্রকল্পের অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে অনিচ্ছুক হলে বা শ্রমিকদের দেয় অর্থ নিয়মিত জমা না পড়ার কারণে অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় হলে বা শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটলে বা মেয়াদপূর্তির আগেই সঞ্চিত অর্থ শ্রমিক ফেরত পেতে চাইলে সুদ সহ শ্রমিকের প্রাপ্য সমগ্র ক্রমপুঞ্জিত অর্থরাশি তাঁকে অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

❖ স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ ❖

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই যোজনায় নিম্নলিখিত সহায়তা প্রদান করা হবেঃ

(১) একজন স্বত্বভোগী শ্রমিক এবং / অথবা তাঁর পরিবারের সদস্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প, ২০০৮ (WBHS, 2008) দ্বারা নির্ধারিত তালিকা অনুসারে বিভিন্ন অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সম্পূর্ণ খরচ বাবদ বাৎসরিক ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ আর্থিক সহায়তা লাভের অধিকারী। কেবলমাত্র হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য শ্রমিকের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রথম পাঁচ দিনের জন্য প্রতিদিন ২০০/- টাকা হারে মোট ১০০০/- টাকা এবং হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় পরবর্তী দিনগুলির জন্য প্রতিদিন ১০০/- টাকা হারে মোট সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা অবধি সহায়তা অর্থ দেওয়া হবে। কেবলমাত্র স্বত্বভোগী শ্রমিকই (পুরুষ/মহিলা) এই সুবিধা লাভ করতে পারবেন।

(২) একজন স্বত্বভোগী শ্রমিক তাঁর নিজের এবং/ অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোন প্রকার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে পরীক্ষা -নিরীক্ষা, ওষুধ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সম্পূর্ণ খরচ বাবদ বাৎসরিক ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ আর্থিক সহায়তা লাভ করতে পারবেন। হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য শ্রমিকের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে হাসপাতারে ভর্তি হওয়ার প্রথম পাঁচ দিনের জন্য প্রতিদিন ২০০/- টাকা হারে মোট ১০০০/- টাকা এবং ভর্তি অবস্থায় পরবর্তী দিনগুলির জন্য প্রতিদিন ১০০/- টাকা হারে মোট সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা অবধি সহায়তা অর্থ দেওয়া হবে। কেবলমাত্র স্বত্বভোগী শ্রমিকই (পুরুষ/মহিলা) এই সুবিধা লাভ করতে পারবেন।

অসুস্থতার চিকিৎসা অথবা অস্ত্রোপচার জনিত চিকিৎসা খরচের জন্য বছরে একাধিকবার আবেদন করা যেতে পারে কিন্তু প্রতিবছর মোট সহায়তা অর্থের পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমার বেশী হবে না।

(৩) যদি কোনও স্বত্বভোগী শ্রমিককে দুর্ঘটনাজনিত কারণে পাঁচ দিন বা তার বেশী সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়, সেক্ষেত্রে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য তাঁর আর্থিক ক্ষতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রথম পাঁচ দিনের জন্য প্রতিদিন ২০০/- টাকা হারে মোট ১০০০/- টাকা এবং হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় পরবর্তী দিনগুলির জন্য প্রতিদিন ১০০/- টাকা হারে মোট সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা অবধি সহায়তা অর্থ দেওয়া হবে। কেবলমাত্র স্বত্বভোগী শ্রমিকই (পুরুষ/মহিলা) এই সুবিধা লাভের অধিকারী।

❖ শ্রমিকের মৃত্যু এবং অক্ষমতা ❖

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অকালমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা রয়ে গেছে যা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আনা যায়নি। তাই এই যোজনায় নথিভুক্ত শ্রমিক বা তাঁদের মনোনীত সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য শর্ত সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সহায়তা প্রদান করা হবেঃ

(ক) ২,০০,০০০/- টাকা অনুদানঃ নথিভুক্ত শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে।

(খ) ৫০,০০০/- টাকা অনুদানঃ নথিভুক্ত শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে।

(গ) ৫০,০০০/- টাকা অনুদানঃ নথিভুক্ত শ্রমিকের ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে।

(ঘ) ২,০০,০০০/- টাকা অনুদানঃ নথিভুক্ত শ্রমিকের দুটি চোখেই সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী অন্ধত্ব অথবা দুটি হাত অথবা দুটি পা অকেজো হয়ে পড়া অথবা একটি চোখের দৃষ্টিহীনতা এবং একটি হাত অথবা একটি পা অকেজো হওয়ার ক্ষেত্রে।

(ঙ) ১,০০,০০০/- টাকা অনুদানঃ নথিভুক্ত শ্রমিকের একটি চোখের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী অন্ধত্ব অথবা একটি হাত বা একটি পা অকেজো হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে।

❖ শিক্ষা ❖

সীমাহীন দারিদ্র ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে আমাদের সমাজে শিক্ষার প্রসার পদে পদেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান যোজনায় নথিভুক্ত শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭'র অধীনে অন্ততপক্ষে এক বছর নিবন্ধিত হওয়া স্বত্বভোগী শ্রমিকের পুত্র কন্যাদের (সর্বাধিক দুইজন সন্তান) শর্তসাপেক্ষে উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদত্ত হবে।

নিম্নলিখিত বিভাজন অনুসারে পাঠরত শ্রমিক পরিবারের পুত্রকন্যাদের নির্দিষ্ট সহায়তা অর্থ প্রদান করা হবেঃ

● একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত	- বাৎসরিক ৪,০০০/- টাকা
● দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত	- বাৎসরিক ৫,০০০/- টাকা
● I TI তে প্রশিক্ষণরত	- বাৎসরিক ৬,০০০/- টাকা
● স্নাতক স্তর (কলা/বিজ্ঞান/হিসাবশাস্ত্র)	- বাৎসরিক ৬,০০০/- টাকা
● স্নাতকোত্তর স্তর (কলা/বিজ্ঞান/হিসাবশাস্ত্র)	- বাৎসরিক ১০,০০০/- টাকা
● পলিটেকনিক্স পাঠরত	- বাৎসরিক ১০,০০০/- টাকা
● ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিংপাঠরত	- বাৎসরিক ৩০,০০০/- টাকা

নথিভুক্ত শ্রমিকের সর্বাধিক দুইজন কন্যাকে স্নাতক পূর্ববর্তী কোনো পাঠ্যক্রম বা সমতুল্য মানের কোনও দক্ষতা বৃদ্ধির পাঠ্যক্রমে কৃতকার্য হওয়ার জন্য মাথাপিছু ২৫,০০০/- টাকা হারে সহায়তা অর্থ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ঐ পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পাঠরত কন্যারা অবিবাহিত থাকলে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই এই অনুদান অর্থ প্রদান করা হবে। এই যোজনার সুবিধা গ্রহণকারী কোনও ছাত্রছাত্রী সরকারের অন্য কোনও প্রকল্পের সহায়তা বা বৃত্তি লাভ করতে পারবেন না।

❖ নিরাপত্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ❖

অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তাই এই ক্ষেত্রের প্রচলিত কার্যধারাকে পুনর্গঠন করে বিকল্প কর্ম সংস্থান ও স্ব-নিয়োজিত হওয়ার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান করতে বাধ্য করেছে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের স্বত্বভোগী শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে তাঁরা তাঁদের গতানুগতিক জীবনধারার রূপান্তর ঘটিয়ে মূলত স্ব-নিযুক্তির উদ্দেশ্যে বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে পারেন।

ফলাফল নির্ভর এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা উন্নয়ন সমিতির (Paschim Banga Society for Skill Development বা PBSSD) মাধ্যমে আয়োজন করা হবে। রাজ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকার নির্ধারিত সাধারণ শর্তাবলি ও আনুমানিক খরচের সাথে সাযুজ্য রেখেই এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।

শ্রম কমিশনারেট
এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

স্বচ্ছন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা (EoDB) পশ্চিমবঙ্গে সহজ সাবলীল পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়তার জন্য শ্রম কমিশনারেট কম্পিউটার পরিচালিত এক আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ e-governance পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দৌড়গোড়ায় অবস্থান করছে। ইতিমধ্যেই EoDB রূপায়ণকারী বিভিন্ন দফতরগুলির মধ্যে শ্রম কমিশনারেট অন্যতম অগ্রণী দফতর রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রম কমিশনারেট যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওয়েবসাইটের (wblc.gov.in.) সূচনা করেছে। এই নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রাজ্যের কয়েক কোটি উপকৃত শ্রমিকের পাশাপাশি রাজ্যের সকল নিয়োগকর্তা/বিনিয়োগকারীগণও অন লাইনে পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন শ্রম আইন অনুসারে নিবন্ধীকরণ, নবীকরণ, অনুমতি পত্র, ফি প্রদান ইত্যাদি কাজ সহজেই সমাধা করতে পারবেন। শ্রম আইন সমূহের যথাযথ রূপায়ণ তদারকি করার জন্য দোকান/সংস্থা পরিদর্শকদের নির্দিষ্ট তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে কম্পিউটার নির্ধারিত অনির্দিষ্ট বিন্যাসে (Randomization) স্থির করা হচ্ছে। দোকান/সংস্থা পরিদর্শন করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে

পরিদর্শনের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ হয় ও মোবাইলে বার্তা প্রেরণ করা হয় যাতে কোনও সংস্থা কর্তৃপক্ষ সহজেই তাঁর সংস্থার পরিদর্শন রিপোর্ট সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যে সকল শ্রম আধিকারিক এবং পরিদর্শকগণ বর্তমানে ইন্টারনেট পরিষেবাযুক্ত হালকা ও বহনযোগ্য আধুনিক কম্পিউটার ডিভাইস ব্যবহার করছেন। ইতিমধ্যেই অন লাইনের মাধ্যমে ২০০০টি শংসাপত্র এবং বিভিন্ন শ্রম আইন অনুসারে পরিদর্শিত দোকান/সংস্থার ১৮০০টি পরিদর্শন রিপোর্ট আপলোড করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যেই যাতে কমিশনারেটের সকল কার্যাবলী অন লাইনে e-governance পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে সেজন্য শ্রম কমিশনারেট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প : নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পে শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মে, ২০১১ থেকে মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৯.৯৫ লক্ষ নথিভুক্ত শ্রমিকের মধ্যে ১৯.৬৫ লক্ষ সুবিধাপ্রাপক শ্রমিকদেরকে ৬৮৮.৮৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW) - এই প্রকল্পটি মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ভবিষ্যনিধি প্রকল্প। ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে এই প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে বহু প্রত্যাশিত ৫০ লক্ষের সীমা অতিক্রম করেছে এবং বর্তমানে এই সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অটো এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার সহ পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য উন্নত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প : বিগত ১২.২.২০১৫ কলকাতার নজরুল মঞ্চে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়কাল অবধি তিন লক্ষের অধিক পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৫৮.৭৯ হাজার শ্রমিককে সহায়তা অর্থ বাবদ ৪৮.৪৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

ন্যূনতম মজুরির পুনর্বিন্যাস এবং বৃদ্ধি : ন্যূনতম মজুরি প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে তফশিলভুক্ত ৬১টি কর্মক্ষেত্রের সাথে ৩০টি নতুন কর্মক্ষেত্রকে যুক্ত করা হয়েছে। এই ৩০টি নতুন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পোশাক তৈরি শিল্প, বিস্কুট প্রস্তুতকারী শিল্প, স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো-অ্যালয়, ইনডাকসান চুল্লি, বট্ পাতা কারখানা এবং বেসরকারী হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যূনতম মজুরির পুনরায় মূল্যায়ন করে রাজ্য সরকার ৮২টি কর্মক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধি করেছেন।

'শ্রমিক মেলা' আয়োজন : সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আরোও বেশি সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হচ্ছে 'শ্রমিক মেলা'। উল্লেখ্য যে বিগত ১৩.২.২০১৫ তারিখে কলকাতায় রাজ্য স্তরের শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন শ্রমিকদের জন্যই সমাজ চলে, জগৎ চলে, আমরা চলি। তাঁদের অভাবে সমাজ সংসার অথর্ব হয়ে পড়বে। তাঁরা ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো। ২০১৭ সালের শুরুতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৩৬টি মহকুমায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে 'শ্রমিক মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ পরিচালিত
কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক জানালেন যে সারা বছর ব্যাপী নথিভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য কল্যাণ পর্ষদ নানাবিধ শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার অনুসারে বর্তমান সালে পালিত হওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলঃ

'বসে আঁকো' ও কুইজ প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পরিচালনায় বেলুড় আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে গত ২৬.০২.২০১৭ তারিখে 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পরিবার থেকে আসা ৬০ জন ক্ষুদে প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। কচি-কাঁচাদের এই আনন্দমেলার দর্শক ছিলেন বহু মানুষ। এই শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রেই গত ১৬.০৪.২০১৭ তারিখে 'কুইজ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাছাকাছি বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পরিবার থেকে আসা ৩৫ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সাধারণ জ্ঞানে দক্ষতার জন্য অনেক প্রতিযোগী নজর কেড়েছিল। উভয় প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন কল্যাণ মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক মহাশয়।

'মে দিবস' উদ্‌যাপন

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ যথাযথ মর্যাদায় পালন করল ঐতিহাসিক 'মে দিবস'। ১.৫.২০১৭ কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতার 'উৎসব মঞ্চে' এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জন্য ২৩.৫.২০১৭ তারিখে শিলিগুড়িতে এই বিশেষ দিন পালিত হয়েছে।

আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জমায়েত হয়েছিল অসংখ্য অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষ। তখন তাঁদের কোনো ন্যায্য অধিকার ছিল না। এরপর ১৩০ বছর ধরে শ্রমিক আন্দোলন বহু অধ্যায় পেরিয়ে বর্তমান সময়ে উপস্থিত হয়েছে। শ্রমিকদের অর্জিত হয়েছে অনেক ন্যায্য অধিকার। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকগণ এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছেন। গত ছ'বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের 'শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও' নীতি এক বিনিয়োগ বান্ধব শিল্প পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। এখন শ্রম ক্ষেত্রের বিভিন্ন মতানৈক্য ত্রিপাক্ষিক স্তরে মীমাংসা হওয়ায় রাজ্যে শ্রমিক অসন্তোষ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১.৫.২০১৭ কলকাতার 'উৎসব মঞ্চে' এই বিশেষ দিন পালন করার যৌক্তিকতা এবং আগামী দিনের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন পর্ষদের সভাপতি ও শ্রম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক, পঞ্চায়েত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডেমহাশয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমতী দোলা সেন, মাননীয় কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেছিলেন। মাননীয় অতিথিগণ শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড প্রদান করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের জন্য ২৩.৫.২০১৭ তারিখে শিলিগুড়িতে এই বিশেষ দিবস পালিত হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী গৌতম দেব মহাশয়। তিনি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক সহ আঞ্চলিক শ্রম দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। মাননীয় অতিথিগণ এই অঞ্চলের শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড প্রদান করেছিলেন।

শ্রমিক-সাথী সহায়তা নম্বর (হেল্প লাইন) : ১৮০০১০৩০০০৯

শ্রমজীবী মানুষের আইনসিদ্ধ ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচারিত, আইনানুগ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক - অধিকর্তা, এস এল আই কর্তৃক পি-থ্রি, সি আই টি স্কীম, সেভেন-এম, মানিকতলা মেইন রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক - অধিকর্তা স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট